পঞ্চম অধ্যায়

ভাণ্ডার পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনা

পঞ্চম অধ্যায়

ভাণ্ডার পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনা

১

ভাণ্ডার পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনার তালিকা

আগেই বলা হয়েছে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল সময়ক্ষণে ভাণ্ডার পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্যমূলক এই পত্রিকাটি সমসাময়িক প্রয়োজনকে ভাষা রূপ দিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনে উদ্দীপ্ত তরুণ কেদারনাথ দাসগুপ্তের আন্তরিক আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথ এ পত্রিকার কর্ণধার হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এ পত্রিকায় অজস্র মূল্যবান রবীন্দ্ররচনা ছড়িয়ে আছে। সেগুলির একটি তালিকা প্রণয়ন করা দরকার—

ভাণ্ডার পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনাগুলি কখনো স্বনামে, কখনো ছদ্মনামে, আবার কখনো অস্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সংখ্যায় পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগের প্রশ্নগুলির অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের করা। 'প্রশ্নোত্তর' পর্বে আগেই সেগুলি চিহ্নিত হয়েছে। সেইসব 'প্রশ্ন' ব্যতীত ভাণ্ডার পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় রবীন্দ্ররচনার তালিকাটি দেখা যাক—

বৈশাখ, ১৩১২

১. সূত্রধারের কথা, পৃ. ১-৪। [দ্র. র. র. (প. ব.), ১৫ ক খণ্ড, ২০০০, পরিশিষ্ট-৪, পৃ. ৭৩১-৩২]

২. প্রাইমারী শিক্ষা, পৃ. ১৩-১৫ (শিক্ষা-পরিশিষ্ট)

৩. প্রস্তাব / স্মৃতিরক্ষা, পৃ. ২৫-২৬ (সমাজ-পরিশিষ্ট)

৪. সঞ্চয় / মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস, পৃ. ৫০-৫২।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২

১. জলকষ্ট, পৃ. ৬২-৬৪ (স্বদেশী সমাজ)

২. পূর্ব্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি, পৃ. ৬৯-৭২ (শিক্ষা-পরিশিষ্ট)

৩. প্রস্তাব / বিজ্ঞানসভা, পৃ. ৭৪-৭৬ (শিক্ষা-পরিশিষ্ট)

৪. উত্তর-৩ / জগদীশচন্দ্র বসু নামাঙ্কিত, পৃ. ৮৯-৯১ (চিঠিপত্র-৬)

৫. সঞ্চয় / প্রকৃতিতে নীতি, পৃ. ৯৭-৯৮।
প্রজাতন্ত্রতা ও তাহার প্রতিক্রিয়া, পৃ. ৯৯।
জ্যোতিঃশাস্ত্র, পৃ. ১০০-১০১।

আষাঢ়, ১৩১২

১. জাপানের প্রতি, পৃ. ১০৭ (ছন্দ)
২. স্বাধীন শিক্ষা, পৃ. ১০৮-১০৯ (শিক্ষা-পরিশিষ্ট)
৩. অহেতুক জলকষ্ট, পৃ. ১০৯-১১১ (স্বদেশী সমাজ)
৪. বহুরাজকতা, পৃ. ১১১-১১৪ (রাজা প্রজা)
৫. প্রস্তাব / ইতিহাস কথা পৃ. ১২১-১২২ (শিক্ষা-পরিশিষ্ট)
শিক্ষাপ্রচারক, পৃ. ১২২-১২৪।

শ্রাবণ, ১৩১২

কোনো রবীন্দ্ররচনা নেই ; অন্যান্য সাময়িকপত্রেও এইমাসে রবীন্দ্ররচনার প্রকাশ-সূচী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১২ (১ম ভাগ)

১. বান / 'সারিগানের সুরে' স্বদেশীসংগীত, 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', পৃ. ১৮৩ (গীতবিতান)
২. একা / 'বাউলের সুরে' স্বদেশীসংগীত, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' পৃ. ১৮৪ (গীতবিতান)
৩. বঙ্গব্যবচ্ছেদ, পৃ. ১৮৫-১৮৭।
৪. শোকচিহ্ন, পৃ. ১৮৭-১৮৯।
৫. পার্টিশানের শিক্ষা, পৃ. ১৮৯-১৯২।
৬. মাতৃমূর্ত্তি / 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', পৃ. ১৯৫-১৯৬ (গীতবিতান)
৭. মাতৃগৃহ / 'মা কি তুই পরের দ্বারে', পৃ. ১৯৬-১৯৭ (ঐ)
৮. প্রয়াস / 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে', পৃ. ১৯৭ (ঐ)
৯. বিলাপী / 'ছি ছি চোখের জলে', পৃ. ১৯৮ (ঐ)
১০. করতালি, পৃ. ১৯৯-২০১।
১১. বাউল--
ক) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, পৃ. ২০৩-২০৪ (গীতবিতান)
খ) যে তোরে পাগল বলে, পৃ. ২০৪ (ঐ)
গ) ওরে তোরা / নেই বা কথা বল্লি, পৃ. ২০৪-২০৫ (ঐ)
ঘ) যদি তোর ভাবনা থাকে, পৃ. ২০৫ (ঐ)
ঙ) আপনি অ বশ হলি তবে, পৃ. ২০৫-২০৬ (ঐ)
চ) জোনাকি, কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছে, পৃ. ২০৬ (ঐ)
১২. প্রস্তাব / দেশীয় নাম, পৃ. ২১১-২১২।
স্বদেশী ভিক্ষু সম্প্রদায়, পৃ. ২১২-২১৩।

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১২ (২য় ভাগ)

১. উদ্বোধন, পৃ. ২১৫-২১৭।

২. রাখীসঙ্গীত--

ক) বাংলার মাটি, বাংলার জল, পৃ. ২৩৭ (গীতবিতান)

খ) ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, পৃ. ২৩৭-২৩৮ (ঐ)

গ) বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি, পৃ. ২৩৮ (ঐ)

৩. সঞ্চয় / জীবতত্ত্ব, পৃ. ২৪০-২৪১।

স্ত্রী-অধীনতা, পৃ. ২৪১-২৪২।

কার্তিক, ১৩১২

১. ওরে ভাই মিথ্যা ভেব না / স্বদেশীসংগীত, পৃ. ২৪৭ (গীতবিতান)

অগ্রহায়ণ, ১৩১২

১. 'শিক্ষার আন্দোলন' / ভূমিকা, ৬ পৃষ্ঠার (শিক্ষা-পরিশিষ্ট)

২. ১০ কার্তিক পটলডাঙার মল্লিকবাড়ীর অধিবেশনে সভাপতি রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার মর্ম। এ সংখ্যায় ধারাবাহিক পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই। (শিক্ষা-গ্রন্থপরিচয় দ্র. র. র., বি. ভা. সুলভ সং, ৮ম, পৃ. ৮১২-১৪)

৩. ১৬ কার্তিক, 'ফিল্ড এণ্ড একাডেমী'র দ্বিতীয় সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার মর্ম। এ সংখ্যা ধারাবাহিক পৃষ্ঠাসংখ্যা চিহ্নিত নয়। (শিক্ষা-গ্রন্থপরিচয়, দ্র. ঐ, পৃ. ৮১৪-১৫)

পৌষ, ১৩১২

প্রশ্নোত্তর বিভাগের 'প্রশ্নটি' ব্যতীত এ মাসের ভাণ্ডারে কোনো রবীন্দ্ররচনা নেই।

মাঘ, ১৩১২

১. বিলাসের ফাঁস, পৃ. ৩২৩-৩২৯ (সমাজ)

মাঘ, ১৩১২ (বিশেষ সংখ্যা)

১. রাজভক্তি, পৃ. ৩৪৩-৩৫২, (রাজা প্রজা)

ফাল্গুন ১৩১২

১. স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন। পৃ. ৩৪৩ (রাজা প্রজা-গ্রন্থ পরিচয়, দ্র. র. র. বি. ভা. সুলভ সং, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮২৬-২৭)

২. পূজার লগ্ন / এখন আর দেরি নয়, ধরগো গো তোরা পৃ. ৩৭৫-৩৭৬ (গীতবিতান)

চৈত্র, ১৩১২

প্রশ্নোত্তর বিভাগের 'প্রশ্ন'টি ব্যতীত এ মাসের ভাণ্ডারে কোনো রবীন্দ্ররচনা নেই।

বৈশাখ, ১৩১৩

প্রশ্নোত্তর বিভাগের 'প্রশ্ন'টি ব্যতীত এ মাসের ভাণ্ডারে কোনো রবীন্দ্ররচনা নেই।

বৈশাখ, ১৩১৩ (বিশেষ সংখ্যা)

১. দেশনায়ক, পৃ. ৪৩-৬১ (সমূহ)। জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩, বঙ্গদর্শনে পুনর্মুদ্রিত হয়।

২. সঞ্চয় / স্বদেশী আন্দোলন (ডন সোসাইটীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা) পৃ. ৬২-৬৬।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ (বিশেষ সংখ্যা)

১. শিক্ষাসমস্যা, পৃ. ৬৭-৮৬। আষাঢ় ১৩১৩ বঙ্গদর্শনে পুনমুর্দ্রিত হয়, (শিক্ষা)

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩

১. বন্দী / বন্দী তোরে কে বেঁধেছে, পৃ. ৬৭-৬৮ (খেয়া)

২. শিক্ষাসমস্যা (ভাণ্ডার থেকেই পুনর্মুদ্রিত) পৃ. ৭৯-৯৮ (শিক্ষা)

৪. সঞ্চয় / স্বদেশী আন্দোলন (ডন সোসাইটীতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতা) পৃঃ ১১১-১১৪।

আষাঢ়, ১৩১৩

১. কোকিল (কবিতা), পৃ. ১১৫-১১৬ (খেয়া)

২. শিক্ষা-সংস্কার, পৃ. ১২৩-১২৯ (শিক্ষা)

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১৩

১. সব পেয়েছির দেশ / (কবিতা), পৃ. ১৪৭-১৪৯ (খেয়া)

আশ্বিন, ১৩১৩

১. জাতীয় বিদ্যালয়, পৃ. ২১১-২২১। ভাদ্র, ১৩১৩ বঙ্গদর্শন থেকে এখানে পুনর্মুদ্রিত (শিক্ষা)

কার্তিক, ১৩১৩

১. সঞ্চয় / ডন সোসাইটীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা, পৃ. ২৮৫-২৯০।

অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১৩

এই সংখ্যাটিতেও কোন রবীন্দ্ররচনা প্রকাশিত হয় নি।

মাঘ, ১৩১৩

১. সাহিত্য সম্মিলন, পৃ. ৩৪৭-৩৬৩ (সাহিত্য-পরিশিষ্ট)
এখান থেকে এ রচনা বঙ্গদর্শনে পুনর্মুদ্রিত হয় ফাল্গুন, ১৩১৩।

ফাল্গুন, ১৩১৩

১. সঞ্চয় / বিশ্বসাহিত্য, পৃ. ৩৯৬-৪১২ (সাহিত্য)
মাঘ ১৩১৩ বঙ্গদর্শন থেকে প্রবন্ধটি ভাণ্ডারে পুনর্মুদ্রিত।

চৈত্র, ১৩১৩

১. সঞ্চয় / সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ৪৩৬-৪৪৮ (সাহিত্য-পরিশিষ্ট)
চৈত্র. ১৩১৩ বঙ্গদর্শনেও এ প্রবন্ধ প্রকাশিত।

বৈশাখ ১৩১৪

১. সঞ্চয় / সৌন্দর্য ও সাহিত্য, পৃ. ৪৪-৫৬ (সাহিত্য)
এই রচনা বৈশাখ, ১৩১৪ বঙ্গদর্শনেও মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১৪

এই সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা মুদ্রিত হলেও কোনো রবীন্দ্ররচনা প্রকাশিত হয় নি।

শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১৪

১. সঞ্চয় / ইংরাজ ও ভারতবাসী, পৃ. ২০১-২৩৬ (রাজা-প্রজা)

'প্রশ্নোত্তর' বিভাগের প্রশ্নগুলি বাদে 'ভাণ্ডারে'র এই ৬৫টি রচনার মধ্যে ৪টি পুনর্মুদ্রণ হলেও বাকি ৬১টি রচনা ভাণ্ডারেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ভাণ্ডারের কিছু রচনা 'বঙ্গ দর্শনে', 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'য় পুনর্মুদ্রিত হতেও দেখা যায়। এগুলির মধ্যে কয়েকটি (১৭) এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্র রচনাবলীতে সংকলিত হয় নি।

২

অস্বাক্ষরিত রবীন্দ্ররচনার সনাক্তকরণ

ভাণ্ডার পত্রিকায় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের অনেক স্বদেশভাবনামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে, কখনো স্বনামে, কখনো সম্পাদক অভিধায় আবার কখনো ছদ্মনামে বা অস্বাক্ষরিত হয়ে। ভাণ্ডারে প্রকাশিত অ-স্বাক্ষরিত রচনাগুলির কয়েকটিকে রবীন্দ্ররচনা বলে সনাক্ত করা যায়। সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল--

বৈশাখ, ১৩১২ সংখ্যার সঞ্চয় অংশে মুদ্রিত অস্বাক্ষরিত রচনাগুলির মধ্যে কয়েকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। 'মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস' রচনাটির পাদটীকায় আছে--"প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজী কথাটা 'institution'। ইহার কোনো বাংলা প্রচলিত প্রতিশব্দ পাইলাম না। যে প্রথা কোন একটা বিশেষ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যায়, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলিতে দোষ দেখি না। Ceremony শব্দের বাংলা অনুষ্ঠান এবং institution শব্দের বাংলা প্রতিষ্ঠান করা যাইবে পারে।"[১] পরের মাসে, জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় 'প্রশ্নোত্তরে'একজন উত্তরদাতা মোহিতচন্দ্র সেন 'প্রতিষ্ঠান' শব্দটি ব্যবহার করে পাদটীকায় লিখেছেন--"এই কথাটার জন্য আমরা ভাণ্ডার সম্পাদকের নিকট ঋণী রহিলাম।"[২] এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, 'মনস্তত্ত্ব মূলক ইতিহাস' রচনাটি সম্পাদক রবীন্দ্রনাথেরই।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (১৩৯১) গ্রন্থে ভাণ্ডারের উল্লেখসহ পত্রিকা থেকে প্রতিশব্দ দুটির সংকলন আছে।[৩] এই গ্রন্থের 'শব্দচয়ন-৩'-এ আছে 'অনুষ্ঠান = Ceremony, প্রতিষ্ঠান = institution'[৪]। এমন পরিভাষা-প্রতিশব্দ গঠন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। তাছাড়া সাহিত্য পরিষদের এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন--"প্রতিষ্ঠান' কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজি কথাটা Institution. Ceremony শব্দের বাংলা 'অনুষ্ঠান' এবং Institution শব্দের বাংলা 'প্রতিষ্ঠান' করা যাইতে পারে।"[৫]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সংখ্যার ভাণ্ডারের 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগের প্রশ্নটি ছিল--"গবর্মেণ্ট-শিল্পবিদ্যালয়ে যে সকল বিলাতি ছবি-সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি নিলামে বিক্রয় হইয়া গেছে এবং সেখানে দেশীয় চিত্রশিল্পাদি শিখাইবার আয়োজন হইতেছে--ইহাতে আমাদের লাভ হইবে, কি ক্ষতি হইবে?'--প্রশ্নটির 'গবর্মেণ্ট' বানান থেকে অনুমান হয়, এটি রবীন্দ্ররচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 'হইয়া গেছে' প্রয়োগটিও রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে করায়। রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল সে কথাই লিখেছেন।[৬]

প্রশ্নটির দুজন উত্তরদাতা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। অবনীন্দ্রনাথের দেশীয় চিত্রকলার বিকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের বর্তমান উত্তরটিও পরোক্ষে

রবীন্দ্রনাথেরই ভাবনা বললে অত্যুক্তি হয় না। সর্বোপরি যে কথাটি বর্তমান প্রসঙ্গে জরুরি তা হল,—অবনীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথকে আগরতলায় কোন এক ব্যক্তি উক্ত প্রশ্নটি করলে তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ। সুতরাং আগরতলার সেই ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়ে হোক বা নিজ কল্পনাতেই হোক, প্রশ্নটি রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সংখ্যা ভাণ্ডারে 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা' ছদ্মনামে লিখিত 'জলকষ্ট' প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্ররচনা, তা আজ সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্ররচনাটিকে সনাক্ত করেছিলেন।[৭]

এমনই আরো একটি রবীন্দ্ররচনা আষাঢ়, ১৩১২ সংখ্যার ভাণ্ডারে 'অহেতুক জলকষ্ট' শিরোনামে 'শ্রীমতী মধ্যমা' স্বাক্ষরিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল। এটিও সনাক্ত করে পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন—"আলোচনার পদ্ধতি হইতে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ১৩০৫ ভাদ্রের ভারতী পত্রে প্রকাশিত 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' ও তাহার আলোচনা 'অপরপক্ষের কথা' (১৩০৫ আশ্বিন) প্রবন্ধের কথা অনেকের স্মরণ হইবে।"[৮]

ভাণ্ডারের এই সংখ্যার 'সঞ্চয়' বিভাগের কয়েকটি রচনা রবীন্দ্রনাথের। সেগুলি হল, যথাক্রমে 'প্রকৃতিতে নীতি', 'প্রজাতন্ত্রতা ও তাহার প্রতিক্রিয়া' এবং 'জ্যোতিঃশাস্ত্র'। কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় এগুলি রবীন্দ্ররচনাই। তিনটি রচনাতেই 'যাহারা টিকিয়া গেছে, তাহাদের এই ভাবটি ছিল বলিয়াই টিকিয়া গেছে', 'ডিমোক্রাসির প্রয়োজনীয়তা মিল্ বুঝাইয়া গেছেন', 'গর্তটা যেন ঠিক্ পৃথিবীর মাঝখান দিয়া চলিয়া গেছে'—ইত্যাদি প্রয়োগ অনেক আছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একদা রবীন্দ্রনাথের 'দাবিয়া গেছে' প্রয়োগ নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন।[৯] প্রশান্তকুমার পাল দেখিয়েছেন—"মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত এই প্রয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, রবীন্দ্রনাথ ১৯ জ্যৈষ্ঠ (শুক্র ২ জুন) জবাবে লেখেন ঃ 'হইল = হইয়াছে। করিল = করিয়াছে। ইত্যাদি। গিল-গিয়াছে হইতে পারিত। যখন কথাটা 'গেল' তখন 'গিয়াছে' হইতেই হইবে এমন কথা নাই। এক সময় কথাটা ছিল 'গইল', কিন্তু এখন আর তাহা নাই। এরূপ পরিবর্ত্তনকে আমল না দিলে কথিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমে অত্যাধিক হইয়া উঠিবে।"[১০]

ভাণ্ডারের জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ সংখ্যায় প্রশ্ন ছিল—"আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ?" এর অনেকগুলি উত্তরের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসুর উত্তরটি[১১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই লেখা। রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র (২ জ্যৈষ্ঠ) থেকেই তা প্রমাণিত হয়—"ভাণ্ডারের লেখা বেশ হইয়াছে। তবে মেষ চর্ম্মে আবৃত সিংহনাদ লোকে বুঝিতে পারিবে।"[১২]

আষাঢ়-সংখ্যা ভাণ্ডারের (১৩১২) 'শিক্ষা প্রচারক' রচনাটি রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত হলেও এটি মূলত সংকলন—মূলক লেখা। শিক্ষাবিভাগের কর্মী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে যে সমস্ত প্রস্তাব করেছিলেন, কবি সেগুলিই উদ্ধার

করেছেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সংখ্যার 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা'র 'জলকষ্ট' প্রবন্ধের মতো আষাঢ়, ১৩১২ সংখ্যায় 'শ্রীমতী মধ্যমা' ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ 'অহেতুক জলকষ্ট' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছেন, যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

১৩১২-এর ভাদ্র-আশ্বিন (২য়) ভাণ্ডারে 'উদ্বোধন' রচনাটি 'মহিলাসভায় মহিলাকর্ত্তৃক পঠিত'-টীকাসহ প্রকাশিত হয়। রচনাটি অ-স্বাক্ষরিত হলেও সূচীপত্রে 'সম্পাদকে'র বলে উল্লেখিত হয়েছে। পূর্বেই দেখা যায়, 'ব্রতধারণ' প্রবন্ধ এই একই টীকাসহ ভাদ্র মাসের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় ; যা 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু এই উদ্বোধন রচনাটি প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে গেছে। প্রশান্তকুমার পাল এটিকে রবীন্দ্ররচনা বলে সনাক্ত করেছেন।[১৩]

১৩১২-এর ভাদ্র-আশ্বিন (২য় ভাগ) সংখ্যার 'সঞ্চয়'-অংশে 'জীবতত্ত্ব' ও 'স্ত্রী-অধীনতা'-নামক অ-স্বাক্ষরিত রচনাদুটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে বোঝা যায়। 'দেখা গেছে' ও 'হইয়া গেছে'--প্রয়োগগুলি থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে বলেই রবিজীবনীকার মনে করেছেন।[১৪]

৩

রবীন্দ্র গ্রন্থে বা রচনাবলীতে অসংকলিত রচনার তালিকা

বৈশাখ, ১৩১২

১. মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২

১. প্রকৃতিতে নীতি
২. প্রজাতন্ত্রতা ও তাহার প্রতিক্রিয়া
৩. জ্যোতিঃশাস্ত্র

আষাঢ়, ১৩১২

১. শিক্ষা প্রচারক

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১২ (১ম ভাগ)

১. বঙ্গব্যবচ্ছেদ

২. শোকচিহ্ন
৩. পার্টিশানের শিক্ষা
৪. করতালি
৫. দেশীয় নাম
৬. স্বদেশী ভিক্ষু সম্প্রদায়

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১২ (২য় ভাগ)
১. উদ্বোধন
২. জীবতত্ত্ব
৩. স্ত্রী-অধীনতা

বৈশাখ, ১৩১৩ (বিশেষ সংখ্যা)
১. স্বদেশী আন্দোলন (ডন সোসাইটীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা)

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩
১. স্বদেশী আন্দোলন (ডন সোসাইটীতে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতা)

কার্তিক ১৩১৩
১. ডন সোসাইটীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

৪

ভাণ্ডার পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার পর্যালোচনা

'ভাণ্ডার' পত্রিকা স্বদেশী চৈতন্যের উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের রূপদান। স্বভাবতই এটি উদ্দেশ্য মূলক পত্রিকা। সেই উদ্দেশ্য মূলকতার চিহ্ন আমরা এই পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাগুলিতে পাব ; যার কিছু পরিচয় ইতিপূর্বে চতুর্থ অধ্যায়েই আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে চিঠিতে (৭ বৈশাখ, ১৩১২) লিখেছেন—"ভাণ্ডারের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্ন, অমনি এক আধটা প্রবন্ধ ঠিক করিয়া রাখিবেন। এই কাগজটাকে কেজো কাগজ করিতে চাই।"[১৫] ভাণ্ডারের রবীন্দ্ররচনাগুলি পর্যালোচনা করলে সে সত্যই ধরা পড়ে।

বৈশাখ, ১৩১২-সংখ্যা ভাণ্ডারের প্রথম রচনা 'সূত্রধারের কথা' সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের লেখা। পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,"দেশের যে সকল লোক নানা বিষয়ে নানা রকম ভাবনা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি

ভাবিতেছেন জানিবার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে মনে ঔৎসুক্য না জন্মিয়া থাকিতে পারে না।...."[১৬] ভাণ্ডারের প্রকাশক মুষ্টিভিক্ষায় বের হয়েছেন--"মাঝে হইতে পাঁচ দ্বারে কুড়াইয়া এমন একটি সঞ্চয় দাঁড়াইতে পারে, যাহাতে দেশের পুষ্টিসাধনের কাজ সহজে চলিয়া যায়।" 'সূত্রধারের কথা', রচনাটি থেকে জানা যায়, বিভিন্ন চিন্তাবিদের চিন্তা ভাবনার একত্র প্রকাশই পত্রিকাটির লক্ষ্য এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সূত্রধারের, কেবলমাত্র সম্পাদকের নয়।

বৈশাখ ১৩১২ এর দ্বিতীয় রচনা 'প্রাইমারী শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক শিক্ষায় উপভাষা শুরু করার অপপ্রচেষ্টা সম্পর্কে তীব্র আপত্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধেও এ সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছিলেন। আলোচ্য রচনাটিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ আশাহত হন নি। চাষা নিজের ছেলেকে পাঠশালায় পাঠায়--যাতে সে চিঠিপত্র লিখতে পড়তে পারে এবং 'জমিদারের কাছারিতে দাঁড়াইয়া কতকটা ভদ্র ছাঁদে মোক্তারি করিতে পারে, গ্রামের মোড়লি করিবার যোগ্য হয়।' কবি আশা ব্যক্ত করেছেন--'চাষার সদবুদ্ধি চাষাকে এবং দেশকে শিক্ষা কমিটির গুপ্তবাণ হইতে রক্ষা করিবে।'[১৭]

১৩১২ বৈশাখে মুদ্রিত পরবর্তী রচনা 'স্মৃতিরক্ষা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নূতন স্বদেশভাবনার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষার উপায়কে বিদেশী পন্থা অবলম্বনে ছোট না করে, ব্যর্থ না করে, কেবলমাত্র নগরের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে 'দেশ প্রচলিত সহজ উপায়ে সর্বকালে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত' করার পক্ষপাতী।[১৮] 'শোকসভা'[১৯] ও 'বারোয়ারি মঙ্গল'[২০] প্রভৃতি রচনায় পূর্বেও একই মত ব্যক্ত করেছিলেন তিনি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সংখ্যার ভাণ্ডারে 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা' ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা 'জলকষ্ট' সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক রচনা। এক বৎসর পূর্বে 'বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য'--কে উপলক্ষ্য করে 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন তিনি। আলোচ্য 'জলকষ্ট' প্রবন্ধটি লেখার উপলক্ষ হল 'গবর্মেণ্টের সদর-আপিস নির্মাণের জন্য' এক বিধবার জমি ছেড়ে দেওয়ার সংবাদপাঠ। শ্রীমতী কনিষ্ঠার ব'কলমে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--"দেশে যখন অন্ন জলের টানাটানি তখন যে স্ত্রীলোকের হাতে ভগবান সামর্থ্য দিয়াছেন, সেও তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া গেজেটে নাম লিখাইতে যাইবে?"[২১]

এই সংখ্যার 'পূর্ব্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি' রচনাটির আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

এমাসের পরবর্তী রবীন্দ্ররচনা 'বিজ্ঞানসভা' প্রবন্ধটি 'প্রস্তাব' অংশের অন্তর্গত। তাঁর প্রস্তাব বিজ্ঞানসভা কর্মশূন্য সভা হবে না ;--তা প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সাহায্যে বিজ্ঞানমনস্ক ছাত্র গড়ে তুলুক ও দেশের ভাষায় বিজ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা নিক--"আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকার লইবার জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানসভার মতো ব্যাপারগুলি দেশের জমি জুড়িয়া নিষ্ফল হইয়া

পড়িয়া থকিলে প্রতিদিন প্রমাণ হইতে থাকে যে, আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকারী নহি। কারণ, যে অধিকার আমাদের হস্তে আছে তাহাকে যদি ব্যর্থ করি, তবে যাহা নাই তাহাকে পাইলেই যে আমরা চতুর্ভুজ হইয়া উঠিব এ-কথা স্বীকার করা যায় না।"[২২] 'বিজ্ঞানসভা' প্রস্তাবটিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী'তে প্রকাশিত[২৩] (বৈশাখ ১৩০৫) 'প্রসঙ্গকথা'টিও উল্লেখ্য। Indian Association for the Cultivation of Science (১৮৭৬, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে সেই প্রসঙ্গকথায় রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত প্রশ্ন তুলেছিলেন, আলোচ্য রচনায় 'প্রস্তাব'-আকারে সেসব কথাও ব্যক্ত হয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ সংখ্যা ভাণ্ডারে জগদীশচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত রবীন্দ্ররচনাটির পরিচয় আমরা আগেই নিয়েছি ; আষাঢ়, ১৩১২ সংখ্যার 'জাপানের প্রতি' রচনাটি সম্বন্ধেও একই কথা। আষাঢ় সংখ্যার 'স্বাধীন শিক্ষা', 'অহেতুক জলকষ্ট', 'বহুরাজকতা', 'ইতিহাস কথা', 'শিক্ষা প্রচারক' প্রভৃতি রবীন্দ্ররচনাগুলিতে তাঁর স্বদেশভাবনার পরিচয়ও পেয়েছি পূর্বের অধ্যায়ে।

ভাদ্র আশ্বিন, ১৩১২ (১ম ভাগ) সংখ্যা ভাণ্ডারে ১২টি স্বদেশীসংগীত প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এই গানগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালীদের একটি জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বিশেষত 'বাউল' গানের মাধ্যমে। বাউল গান ধর্মশাস্ত্র নিরপেক্ষ হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে কবি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবনাই লালিত করেছিলেন। গানগুলিতে প্রধানত বাউলের সুরই অনুসরণ করা হয়েছে, কথা রবীন্দ্র-বাউলের।

পরের সংখ্যা ভাণ্ডারেও কয়েকটি রাখীসঙ্গীত প্রকাশিত হতে দেখা যায়। স্বদেশী আন্দোলনে আপামর বাঙালীর মনকে একসূত্রে বাঁধতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান এই গানগুলিই তাঁর 'সংকল্প', 'স্বদেশ' ও 'বাউল' (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'ভাণ্ডারের' কয়েকটি গান সঙ্গীত-প্রকাশিকা ও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল।

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১২ (১ম ভাগ) সংখ্যার ভাণ্ডারে মুদ্রিত "বঙ্গব্যবচ্ছেদ', 'শোকচিহ্ন', ও 'পার্টিশানের শিক্ষা' প্রবন্ধত্রয় বঙ্গবিভাগের অব্যবহিত অভিঘাতেই রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিলিতি দ্রব্য ব্যবহার না করা, পরিবর্তে দেশী জিনিস ব্যবহার করতে দেশবাসী উন্মুখ হয়েছেন দেখে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়ে 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ' প্রবন্ধে লিখেছেন--বিলিতি জিনিস বর্জনের এই 'চাঞ্চল্য ও উৎসাহ' আমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলছে ; আমরা আমাদের প্রাণশক্তি যে অনুভব করতে পারছি, এটাই সফলতা। বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব আমাদের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত করেছে, তাতে এটা সুস্পষ্ট যে, পার্টিশন ঘটলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি আর হবে না।

'পার্টিশানের শিক্ষা' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রবক্তব্য ছিল একই ভাবানুসারী। পার্টিশান প্রস্তাবের ফলে আমাদের হৃদয়ে জাগরিত দেশপ্রেমকেই কবি চরম লাভ বলে মনে করেছেন। দেশকে নিজের মনে করে দেশবাসী বিলিতি বর্জনে উদ্যোগী হয়েছে দেখে উৎসাহিত

হয়েছেন। দেশবাসীর দেশপ্রেম লক্ষ্য করে কবি আনন্দের সঙ্গে লিখেছেন--"দেশের জিনিষই দেশের সকলে ব্যবহার করিব, ইহা আমাদের হৃদয়ে লাগিয়া গেছে--ইহা আমাদের নিগূঢ় প্রীতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, সেইজন্যই ইহা এত বল পাইয়াছে। ....ইহা 'বয়কটিং' নহে, ইহা ফাঁকা আওয়াজ নহে, ইহা সত্যকার সামগ্রী, ইহা দেশের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা।"[২৩]

'শোকচিহ্ন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের 'মজ্জাগত দাসত্বের' প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন। বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব বা এই বিষয়ে লেখা সম্পাদকীয়গুলি সেকালে কালো বর্ডার দিয়ে ঘিরে প্রকাশিত হত। দুঃখ প্রকাশের এই বিদেশী প্রথা অনুকৃত হতে দেখেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন কবি। সামাজিকভাবে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও দেশবাসীর এই 'পরবশতার চিহ্ন' ধারণে গ্লানি অনুভব করে তিনি লিখেছেন--"সম্পাদক মহাশয়, তোমাদের কাগজ হইতে এই কালিমা মুছিয়া ফেল। আজ স্বদেশ হইতে বিদেশ সংসর্গের অনেকগুলি কালিমা প্রক্ষালন করিবার জন্য তোমরা আহ্বান করিতেছ--দেশের অঙ্গে বিদেশী কালী দিয়া নূতন কলঙ্ক আর লেপন করিও না। আমাদের শোক আজি শুভ্র হউক্, সংযত হউক, নিরাভরণ হউক ; কঠোর ব্রত দ্বারা তাহা আপনাকে সফল করুক, অনাবশ্যক অনুকরণের দ্বারা তাহা দেশে বিদেশে আপনার কৃষ্ণাশ্রুরেখাকে হাস্যকর করিয়া না তুলুক।"[২৪]

এমাসের পরবর্তী রবীন্দ্ররচনা 'করতালি', 'দেশীয় নাম', প্রবন্ধদ্বয়ে একই ভাবনা সম্প্রসারিত হয়েছে, যার কথা 'ভাণ্ডারের স্বদেশভাবনা' নামক পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

১৩১২-এর ভাদ্র-আশ্বিন (২য় ভাগ) সংখ্যার ভাণ্ডারে প্রথম রচনা 'উদ্বোধন' যে রবীন্দ্রনাথের লেখা তা প্রমাণিত। রাখী বন্ধনের দিনের প্রত্যূষে, 'দেশ ও জাতির সেই মহৎদিনের অভ্যুদয়কালে' স্বদেশের সুদিনকে বরণ করার জন্য 'দেশের কন্যাগণ'কে আকুল আহ্বান জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, নারীর জবানীতে--"আমাদের মাতৃগণ, আমাদের ভগিনীগণ, আমাদের কল্যাণীয়া কন্যাগণ, দেশ তোমাদের প্রসন্নতার জন্য চাহিয়া আছে। তোমরা প্রস্তুত হও! তোমরা প্রসন্ন হও! তোমরা প্রীত হও! তবেই দেশের নবজাগরণ সুন্দর হইবে, সম্পূর্ণ হইবে।...

"আজ আমাদের দেশের আকাশতলে একটি নূতন প্রভাতের অরুণোদয় দেখা যাইতেছে, ইহার বার্ত্তা যে তোমরা পাও নাই, তাহা আমি মানিব না--

"আর তোমরা--যাঁহারা আজ বিশ্ববঙ্গের বেদনায় ব্যথা পাইয়াছ, বিশ্ববঙ্গের মিলনাবেগে গৌরব অনুভব করিতেছ, তোমরা আজ সকলে প্রস্তুত হইয়া এস তোমাদের দুটি চক্ষু হইতে বিদেশী হাটের মোহাঞ্জন আজ চোখের জলে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া এস--যে বিদেশের অলঙ্কার তোমাদের অঙ্গকে সোনার শৃঙ্খলে আপাদমস্তক বন্দী করিয়া রাখিয়াছে তাহা আজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া এস, আজ তোমাদের যে সজ্জা তাহা প্রীতির সজ্জা হউক, মঙ্গলের সজ্জা হউক, তাহাতে বিদেশের রেশম-পশম-লেস-ফিতার জাল-জালিয়াতি অপেক্ষা তোমাদিগকে অনেক বেশি মানাইবে!...সমস্ত দেশকে

অভূতপূর্ব্বরূপে আজ এই যে এক আবেগে বিচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের কর্ম্ম—দেশের এই উদ্বোধনে নয়ন উন্মীলিত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি—দেশের এই উদ্যোগে যোগ দিয়া তাঁহারাই পূজা সমাধা করি!

"তবে আজ, বঙ্গের মাতা, বঙ্গের বধূ, বঙ্গের কুমারীগণ, তোমরা দেশের নবপ্রভাতের আরম্ভে শঙ্খধ্বনি করিয়া দেশের পুরুষযাত্রিকগণকে বল, তোমাদের যাত্রা সার্থক হউক, তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমাদের জয় হউক, তোমাদের যাত্রাপথে আমরা পুষ্পবর্ষণ করি!—বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশের পুরুষকণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বল—বন্দেমাতরম্।"[২৫]

রবিজীবনীকার অনুমান করেছেন "ব্রতধারণ'-এর মতো এই রচনাটিও হিরণ্ময়ী দেবী কোনো মহিলা সভায় পাঠ করেছিলেন।"[২৬]

অগ্রহায়ণ, ১৩১২ বিশেষ সংখ্যাটির বক্তৃতা অংশে দুটি রবীন্দ্র-বক্তৃতার অংশ সংকলিত আছে, যা এখনো রচনাবলীভুক্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের এই মৌখিক বক্তৃতাগুলির বিবরণ সঙ্কলন করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রথমটি ১০ কার্তিক (শুক্র ২৭ অক্টোবর) তারিখে পটলডাঙার মল্লিক বাড়ীতে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার অংশবিশেষ। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করে বলেছেন 'তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক'। কবির কথায় 'বর্ত্তমান সময়ে আমরা আমাদের মধ্যে নবজীবনের একটা উত্তেজনা অনুভব করিতেছি'। সে সময় আমাদের শিক্ষার ভার যাঁদের হাতে ছিল, তাদের স্বার্থের সঙ্গে ছাত্রদের স্বার্থের বিরোধ অনুভব করেছেন। সে কারণেই তাঁর সমর্থন আছে ছাত্রদের প্রতি। শুধু ছাত্র নয়, আপামর দেশবাসীর মধ্যেই একটা জাগরণ লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—'যে শক্তি আজ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, কই পূর্ব্বে ত কখনও তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।' জনজাগরণ লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথও মেতে উঠেছেন, আবশ্যক হলে ইংরেজের শিক্ষালয় ত্যাগ করতেও বলেছেন ছাত্রদের—"সুতরাং আজ যে গবর্ণমেণ্টের পরওয়ানায় আপনাদের তরুণ হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার কোন ঠাণ্ডা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাই না। আমি এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে একমত। আপনারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া—শুধু যোগ দিয়া নয়, বয়স্কদের মধ্যেও ইহা সঞ্চারিত করিয়া বিধাতার হুকুম পালন করুন, প্রবীণেরা তাহাতে কোন বাধা দিবেন না।

"আবশ্যক হইলে দেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন, আপনারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই অপমানকর পরোয়ানায় আপনারা যে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি। আপনারা যে এ সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"[২৭]

ভাণ্ডারের এই সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতা—অংশ হল, ১৬ কার্তিক (২ নভেম্বর) 'ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি' ভবনে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রসভায় সভাপতির অভিভাষণ। এই সভায় আলোচনা শুরু করে তিনি স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বলেন—

"বর্ত্তমানে বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটিত ব্যাপারটি সার্ব্বজনীন। ছাত্রেরা যে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, ইহার জন্য তাঁহাদিগকে কোন দোষ দেওয়া যায় না।"[২৮] রবীন্দ্রনাথের মতে 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' এর ইংরেজী নাম ('National Fund') দেওয়াটাই মস্ত বড় ভুল হয়েছিল। তাঁর মতে এর নাম হওয়া উচিত ছিল 'বঙ্গভাণ্ডার'। দেশের ব্যবসার কিভাবে উন্নতি হতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার পর তিনি বলেন—"প্রথম উত্তেজনার আবেগ কতকটা শান্ত হইয়া এখন কার্য্যের সময় আসিয়াছে। এখন নিঃসন্দেহই অনেকে নীরবে কাজ করিতেছেন, সুতরাং আমাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই।"[২৯] এই বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারের আওতা থেকে স্বদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত করার কথাও ছিল—"গবর্ণমেণ্ট যদি দুই তিন দিন পরে এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি কখনো ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।"[৩০]

ফাল্গুন, ১৩১২ সংখ্যার ভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন' নামক রচনাটি। হিতবাদী সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীত কতিপয় ব্যক্তিকে সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন টাউন হলে। অনুমতি দিয়েও কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তা প্রত্যাহার করায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয় (২ ফাল্গুন, ১৩১২) হ্যারিসন রোডের গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে, নরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে। আমন্ত্রিত বক্তা রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের স্থান ও সময় পরিবর্তিত হওয়ায় উপস্থিত না থাকতে পেরে 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন' লেখাটি দিয়ে গিয়েছিলেন; সভায় তা পাঠ করেন কালীপ্রসন্ন।[৩১] এটি রবীন্দ্র রচনাবলীভুক্ত পরে হলেও, 'লাঞ্ছিতের সম্মান' (১৩১৩) পুস্তিকার ১৫-১৬ পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' নামে '২রা ফাল্গুন / ১৩১২' তারিখ সংবলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। লেখাটিতে স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের জয়গান করেছেন কবি।

বঙ্গভঙ্গের কারণে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বে পূর্ববঙ্গ ও আসামের গর্ভণর ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার নির্বিচারে দমননীতি প্রয়োগ করেন। তার প্রতিবাদ ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংহতি ঘোষণার জন্য ১ বৈশাখ ১৩১২ (১৪ এপ্রিল, ১৯০৫) বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে। পুলিশী নির্যাতনে অধিবেশনের অকাল সমাপ্তি ঘটে। এরই প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায় নানা প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপ্রসন্ন আয়োজিত পূর্বোক্ত সভাটিও ছিল সেই ধরনের।

১৩১৩ এর বৈশাখ (বিশেষ সংখ্যা) ভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'দেশনায়ক' প্রবন্ধটি। বরিশালের পূর্বোক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জনতার আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন পশুপতিনাথ বসুর বাটীর সভায় যোগ দিতে। 'দেশনায়ক' প্রবন্ধটি এই সভায় পাঠ করেন কবি। 'ভাণ্ডারে'র[৩২] পর এটি 'বঙ্গদর্শনে'ও[৩৩] প্রকাশিত হয়। 'সমূহ' গ্রন্থে লেখাটির কিছু অংশ বর্জিত হলেও, প্রবন্ধটি ১৬পৃষ্ঠার

পুস্তিকা হিসাবে স্বতন্ত্রভাবেও প্রকাশিত হয় ৪ জ্যৈষ্ঠ (১৮ মে) তারিখে।

'দেশনায়ক' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ছিল--'দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে--কোনো একজনকে অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা।' যখন আন্দোলনের জন্য দেশবাসী তৈরী, তখন বক্তৃতার পরিবর্তে দেশনায়কের প্রয়োজন সর্বাধিক। সেই পদে পূর্বে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করলেও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুরেন্দ্রনাথকে দেশনায়কের পদে বরণ করার জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুরেন্দ্রনাথকেই যোগ্য বলে মনে হয়েছে তাঁর। পরে 'সমূহে' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার সময় প্রবন্ধটি থেকে বয়কট ও সুরেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গগুলি বাদ দিয়েছিলেন কবি, হয়তো সুরেন্দ্রনাথের চারিত্র্য দৌর্বল্য অনুধাবন করেই।[৩৪]

এ সংখ্যার (বৈশাখ, ১৩১৩) ভাণ্ডারের 'সঞ্চয়' অংশে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী আন্দোলন' প্রবন্ধটি রচনাবলীভুক্ত হয় নি। রচনাটির পাদটীকায় লেখা আছে--'ডন সোসাইটীর ছাত্রগণের প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপদেশের মর্ম।' এই রচনাটি ডন সোসাইটির মুখপত্র ('The Dawn and Dawn Society's Magazine', March, 1906') থেকে উদ্ধৃত।[৩৫] ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ তারিখে (১৩ ফাল্গুন ১৩১২) ডন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেছিলেন, রচনাটিতে তাই লিপিবদ্ধ আছে। বক্তৃতার প্রথমেই সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তিনি বলেন--"সতীশবাবু যে সময় ডন সোসাইটী স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না, শিক্ষা সম্পর্কীয় এই national Movement এর তখন সূত্রপাত হয় নি।"[৩৬] ডন সোসাইটী সাময়িক উত্তেজনায় নয় উচ্চ আদর্শকে সামনে রেখেই গড়ে উঠেছিল। একই কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ স্থাপিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্রের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এই বক্তৃতায় ছাত্রদের যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশানুরাগই প্রকাশিত--"আপনাদিগকে ধীরভাবে, গম্ভীরভাবে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। সমস্ত দেশ হইতে আজ যে আহ্বান আসিয়াছে, আজ আমি তাহা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ক্ষোভ লোভ দূর করিয়া বিনম্র বিনীতভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে, অনুরাগের সঙ্গে, ধর্ম্মভাবের সঙ্গে, আপনারা এ ভার মাথায় তুলিয়া লউন।"[৩৭]

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩ সংখ্যার ভাণ্ডারের 'সঞ্চয়' অংশে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলন রচনাটিও রচনাবলীভুক্ত হয় নি। এই প্রবন্ধের পাদটীকায় পূর্বের মতোই সূত্রনির্দেশ করে বলা হয়েছে--'ডন সোসাইটীর ছাত্রগণের প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতার সারাংশ'। এটিও ডন সোসাইটি'জ ম্যাগাজিন থেকে পুনর্মুদ্রিত। 'স্বদেশী আন্দোলন' রচনায়[৩৮] রবীন্দ্রনাথের নিগূঢ় স্বদেশভাবনাই পরিলক্ষিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে পাবনা, কুষ্টিয়া, শিলাইদহে তাঁতের

উন্নতিতে দেশের অভাবমোচন হবে বলে কবি আশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে স্বদেশী আন্দোলনের জন্য দেশের মন প্রস্তুত এবং সে কারণে 'পঞ্চায়েত','গ্রাম্য সম্মিলন', 'পল্লীসমিতি' প্রভৃতি স্থাপনা এখন আবশ্যক। পল্লীর অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা-রাস্তাঘাট প্রভৃতি সম্পর্কে সমস্ত অভাবমোচনের ভার নিজেরাই গ্রহণ করা, আর কাহাকেও গ্রহণ করিতে না দেওয়া এইটী 'পল্লীসমিতির' মূলনীতি। এইভাবে কিছুদিন কাজ করিতে পারিলে পল্লীর দুঃখী দরিদ্রদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ সংস্থাপিত হইবে এবং একত্র হওয়ার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিব। আত্মশক্তি চালনা করিয়া কর্ত্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার জন্য এইরূপ 'পল্লীসমিতি'তে আমাদের এখন হাতে খড়ি করিতে হইবে।"[৩৯] দেশের জন্য কবির নূতন নূতন ভাবনা ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে। শুধু উপদেশ নয়, কুষ্টিয়া, শিলাইদহ, কালীগ্রামে এইসব ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে ব্যক্তিগত কর্ম-উদ্যোগও নিয়েছিলেন তিনি।

ভাণ্ডারের কার্তিক (১৩১৩) সংখ্যায় সঞ্চয় অংশে মুদ্রিত 'ডন সোসাইটীতে' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা' রচনাটি ডন সোসাইটি'জ ম্যাগাজিন থেকে উদ্ধৃত। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার তারিখটি জানা যায় নি। এই বক্তৃতায়[৪০] কবি বিদেশী প্রথানুসরণের যে বিরোধিতা করেছিলেন, আমরা পূর্বেই 'ভাণ্ডারে' প্রকাশিত 'করতালি', 'শোকচিহ্ন', 'স্মৃতিরক্ষা', 'শোকসভা'--প্রভৃতি রচনায় সে ভাবনা ব্যক্ত হতে দেখেছি। এই বক্তৃতায় আত্মরক্ষা, আত্মসম্মান ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন--'অতএব আমাদের অতীত গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইতে হইলে, স্বদেশ স্বজাতির প্রতি ভালবাসা অঙ্কুরিত করিতে হইলে স্বদেশীভাবে শিক্ষার প্রচার করা আবশ্যক। ইহাই আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।' এই বক্তৃতায় কবি স্বদেশী সমাজের ভিত্তি স্থাপনার ও 'যে কোন উপায়ে দল বাঁধা' শেখার পরামর্শ দিয়েছেন।

ভাণ্ডারের মাঘ (১৩১৩) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য সম্মিলন' রচনাটি প্রকাশিত হয়[৪১] (পৃ. ৩৪৭-৩৬৩)। বিগত বৎসরের চৈত্রমাসে বরিশাল সাহিত্য সম্মিলনের অকাল সমাপ্তির জন্য মনোবেদনা জানিয়ে কবি লেখেন যে, বরিশালের সভার উদ্দেশ্য ছিল 'সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতিস্থাপন ও মাতৃভাষার উন্নতিসাধন'। কিন্তু এপথ বড় কঠিন। 'স্বদেশের মাঝখান হইতে মিলনের টান' অনুভব করে বলেন 'এক না হইতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই।' রাজনৈতিক কারণে স্বদেশী আন্দোলন বিপথগামী হচ্ছে দেখে তাঁর সতর্কবাণী--"বাংলাদেশের এমনি একটা খ্যাপা অবস্থায় আজ রাজনীতিকের দল তাঁহাদের গড়ের বাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছেন, বিদ্যার্থীর দলও কলরবে যাত্রাপথ মুখরিত করিয়াছেন, ছাত্রগণও স্বদেশী ব্যবসায়ের রথের রশি ধরিয়া উঁচুনিচু পথের কাঁকর গুলা দলিয়া পা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন--আর আমরা সাহিত্যিকের দলই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? যজ্ঞে কি আমাদেরই নিমন্ত্রণ নাই?"[৪২] স্বদেশী যজ্ঞে মেতে স্বদেশভাবনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ

ছাত্রদের অতীত কীর্তিসমূহ পুনরুদ্ধারে আহ্বান জানিয়েছেন। 'সাহিত্য সম্মিলন' প্রবন্ধ 'ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীক্ষেত্রে সাহিত্যসম্মিলন' উপলক্ষে পঠিত হয়।

ফাল্গুন ১৩১৩ সংখ্যা 'ভাণ্ডারে'র সঞ্চয়' অংশে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধটি (পৃ. ৩৯৬-৪১২) মুদ্রিত হয়েছিল। 'জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের' অনুরোধে ভাষণের জন্য প্রবন্ধটি লিখিত হয়। ১৯০৬-এ 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে'র প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই কবির অনেক শিক্ষাচিন্তামূলক প্রবন্ধের সৃষ্টি রহস্য অন্বিত। আলোচ্য রচনাটিতে তুলনাত্মক সাহিত্য ('কম্পারেটিভ লিটারেচার') সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনার পরিচয় আছে।

চৈত্র, ১৩১৩ সংখ্যা ভাণ্ডারে মুদ্রিত ('সঞ্চয় অংশে) হয় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যপরিষৎ'[৪৩] অভিভাষণটি (পৃ. ৪৩৬-৪৪৮)। পূর্বের আলোচনায় নানা-প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটির পর্যালোচনা করেছি আমরা। এই প্রবন্ধেই কবি দেশের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির উদ্ধারকর্মে ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। স্বদেশভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করতে চেয়েছিলেন সাহিত্য পরিষদকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য, স্বদেশী আন্দোলনের আগে থেকেই বাঙালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মতো গড়ে উঠেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কবি এ রচনার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্য নয়, প্রাচীন সাহিত্য-ইতিহাস-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ বিষয়ে দেশের ছাত্রসমাজকে আহ্বান জানিয়ে নূতন পথের সন্ধান দিলেন বলা যায়। সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক কার্যাবিবরণীর দিকে লক্ষ্য করলে রবীন্দ্রনাথের বহুধাব্যাপ্ত স্বদেশভাবনার পরিচয় লাভ করা যাবে। 'সাহিত্য পরিষৎ' প্রবন্ধ 'বহরমপুরের প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল।'

১৩১৪ এর বৈশাখ সংখ্যার ভাণ্ডারের 'সঞ্চয়' অংশে রবীন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়[৪৪] (পৃ. ৪৪-৫৬)। এটিও 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে'র অনুরোধে ভাষণের জন্য রচিত হয়েছিল। 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে' প্রদত্ত রবীন্দ্র-বক্তৃতাগুলির মূল সুর ছিল 'একান্তভাবেই ভারত-ভাবনা-নিষিক্ত'। 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে কবির বিশ্বাস ছিল—'সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ'। এই ভারত-ভাবনা আর 'বিশ্বসাহিত্য' ক্রয় প্রবন্ধটির বক্তব্য আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে।

শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১৪ এই তিনমাসের ভাণ্ডারের একত্রিত শেষ সংখ্যাটির 'সঞ্চয়' অংশে ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' (পৃ. ২০১-২৩৬)। রচনাটির পাদটীকায় লেখা ছিল—"ভাণ্ডারের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'রাজা প্রজা' হইতে উদ্ধৃত।"[৪৫] 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' ১৩০০ বঙ্গাব্দে আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্রেরীর এক অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'জাতীয় সম্মান বিক্রয়' করে 'আত্মসম্মান' ক্রয় করার বিরোধিতা করেছেন কবি লেখাটিতে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য–

১. দ্র. ভাণ্ডার, বৈশাখ, ১৩১২, পৃ. ৫২।

২. দ্র. ভাণ্ডার. জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, পৃ. ৯৫।

৩. দ্র. বাংলা শব্দতত্ত্ব, ১৩৯১, পৃ. ২১৩।

৪. দ্র. ঐ. পৃ. ৩৯৬, ৪৪৯, ৪৫৯।

৫. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'প্রতিশ্রুতির আরেক জন্মদিনে' দ্র. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শতবর্ষ পূর্তি স্মারক সংখ্যা) ১৪০১-১৪০২ বর্ষ, পৃ. ১৫৩।

৬. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

৭. দ্র. গ্রন্থ পরিচয়, স্বদেশী সমাজ, ১৩৯৩, পৃ. ১২৩।

৮. দ্র, ঐ।

৯. দ্র. সাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩০৮, পৃ. ৭০৪।

১০. মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতি, পৃ. ৫৩।
দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ. ২৪৬।

১১. দ্র ভাণ্ডার. জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২, পৃ. ৮৯-৯১.

১২. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ. ২৪৭।

১৩. দ্র. ঐ. পৃ. ২৬৭-৬৮।

১৪. দ্র. ঐ. পৃ. ২৬৭।

১৫. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮৫, পত্র ৫, দ্রষ্টব্য, প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ. ২৩৭-৩৮।

১৬. দ্র. ভাণ্ডার, বৈশাখ ১৩১২ পৃ. ১-৪।

১৭. দ্র. ভাণ্ডার, বৈশাখ, ১৩১২, পৃ. ১৩-১৫।

১৮. দ্র. ঐ. পৃ. ২৫-২৬।

১৯. দ্র. সাধনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১ (আধুনিক সাহিত্য)।

২০. দ্র. বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩০৮ (ভারতবর্ষ)।

২১. দ্র. ভাণ্ডার, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২, পৃ. ৬২-৬৪।

২২. দ্র. ঐ, পৃ. ৭৪-৭৬।

২৩. দ্র. ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন (১ম), ১৩১২, পৃ. ১৮৯-৯০।

২৪. দ্র. ঐ. পৃ. ১৮৭-৮৯।

২৫. দ্র. ভাণ্ডার, ভাদ্র-আশ্বিন (২য়), পৃ. ২১৬-১৭।

২৬. দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চন খণ্ড, ১৯৯০, পৃ. ২৬৮।

২৭. দ্র. ভাণ্ডার. অগ্রহায়ণ, ১৩১২।

২৮. দ্র. ঐ।

২৯. দ্র. ঐ।

৩০. দ্র. ঐ।

৩১. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, প্রশান্তকুমার পাল. রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯০, ২৮৬।

৩২. দ্র. ভাণ্ডার, বৈশাখ (বিশেষ সংখ্যা), ১৩১৩, পৃ. ৪৩-৬১।

৩৩. দ্র. বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩, ৪৯-৬৪।

৩৪. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, পঞ্চম খণ্ড, ১৯৯০, পৃ. ৩০৬।

৩৫. দ্র. ঐ, পৃ. ৩০৭।

৩৬. দ্র. ভাণ্ডার, বৈশাখ (বিশেষ সংখ্যা) ১৩১৩, পৃ. ৬২।

৩৭. দ্র. ঐ. পৃ. ৬৬।

৩৮. দ্র. ভাণ্ডার. জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩, পৃ. ১১১-১১৪।

৩৯. দ্র. ঐ, পৃ. ১১৪।

৪০. দ্র. ভাণ্ডার, কার্তিক ১৩১৩, পৃ. ২৮৫-৯০।

৪১. বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১৩১৩ (পৃ. ৫১৭-২৯)-তে পুনমুর্দ্রিত।

৪২. দ্র. ভাণ্ডার, মাঘ, ১৩১৩, পৃ. ৩৪৭-৬৩।

৪৩. বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১৩, পৃ. ৫৬৫-৭৫।

৪৪. বৈশাখ, ১৩১৪ সংখ্যা বঙ্গদর্শনেই রচনাটি প্রকাশিত হয়, পৃ. ১-১০।

৪৫. দ্র. ভাণ্ডার, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩১৪, পৃ. ২০১।